R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
২২তম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে আশ্বিন, ১৪১৭।
১৩ই অক্টোবর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুরে কংগ্রেস এখন কয়েকজনের পৈতৃক সম্পত্তি–তাই তিতিবিরক্ত অনেকে তৃণমূলে পা বাড়াচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পারের ছোটকালিয়া, মহম্মদপুরসহ দু'একটি কংগ্রেসী ওয়ার্ডে বড় ধরনের ধ্বস নামার গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকজন তৃণমূলে যোগও দিয়েছেন। এর প্রধান কারণ নাকি জঙ্গিপুরের সাংসদ ও ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর পাইয়ে দেয়া ব্যাঙ্ক লোন। অর্থমন্ত্রীর ক্ষমতাবলে এখন প্রণববাবুর নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ছড়াছড়ি। ব্যাঙ্ক উদ্বোধনের নামে সেখানে চলছে জনগণের টাকার নগ্ন অপচয়। প্রণববাবুর ছত্রছায়ায় থেকে কয়েকজন কংগ্রেসী ব্যাঙ্কের বাড়ি ঠিক করে দেয়া থেকে, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্যাণ্ডেল, টিফিনের প্যাকেট, নিমন্ত্রণ কার্ড বিলি – সবকিছুর মধ্যে প্রভাব ফেলছে। এই প্রভাবের জাদুকাঠিতে পঞ্চাশ হাজারের প্যাণ্ডেল হয়ে যাচ্ছে নব্বই হাজার, ত্রিশ টাকার টিফিন প্যাকেট নব্বই টাকায় দাঁড়াচ্ছে। আর দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থা থাকলে তো কথায় নেই। সেখানেও নেতাদের লম্বা হাতের স্পর্শ। আর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ঐসব নেতাদের লেজুড়বৃত্তি করছেন। প্রণববাবুর আগামী দিনের বাসনা চরিতার্থে চলছে ঢালাও ব্যাঙ্ক লোন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোতে স্থানীয় ব্যবসায়ী বা বৃত্তবানদের আনাগোনা না থাকলেও বা ব্যাঙ্কের আয় রসাতলে গেলেও কংগ্রেস নেতাদের সুপারিশে লোনপ্রার্থীদের ভিড়ের শেষ নেই। ব্যাঙ্ক লোনের ফরম নিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতারা ভ্রষ্টাচারী শুরু করেছে। অভিযোগ, পুরভোটে বামফ্রন্টের দখলে থাকা ছোটকালিয়া এবারে কংগ্রেসের দখলে আসে। ভোটের আগে সেখানকার লোকেদের লোনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও জেতার পর তাদের গুরুত্ব নেতাদের কাছে কমে যায়। শেষে কয়েকটি ফরম ঐ এলাকায় কর্মীদের চাপে বিলি করে। কিন্তু লোনের চূড়ান্ত তালিকায় তাদের নাম ওঠে না। এই নিয়ে পুরদপ্তরের মধ্যেই ছোটকালিয়া এলাকার কয়েকজন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীর হাতে এক পুর কাউন্সিলার নাকি লাঞ্ছিত হন। মহম্মদপুর এলাকার ওয়ার্ড কমিটি সভাপতি আবু তাহের সেখের অভিযোগ–রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুণ সরকার বা টাউন কমিটির সভাপতি কাজেম আলি কোন সভায় তাকে ডাকে না বা যোগাযোগ রাখে না। প্রণববাবুর সভায় আজ পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয় নি। পুর নির্বাচনে নেতাদের ভুলের জন্য বহুদিনের কংগ্রেসের দখলে থাকা ওয়ার্ডটি হাতছাড়া হয়। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ -১ ব্লক সভাপতি অরুণ সরকারের বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ এনে জেলা সভাপতির কাছে একাধিক অভিযোগ যায়। অনেকে রাণীনগর অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান কাশেমকে ঐ পদে প্রাধান্য দেন। তার প্রেক্ষিতে জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরী অরুণ সরকারকে জেলায় ডেকে পাঠিয়ে একান্তে আলোচনা করেন। সামনে বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে কর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অরুণবাবুকে অনুরোধ জানান অধীরবাবু। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি বর্তমানে কংগ্রেসের ডিষ্ট্রিক্ট (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিতর্কিত কবিতা পাঠ করে শিক্ষক প্রাণ নাশের হুমকি খাচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর হাইস্কুলের সহ প্রধান শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠানে ঐ স্কুলের শিক্ষক অসীম সিংহ এক স্বরচিত কবিতা পাঠ করে রীতিমতো উত্তেজনা আনেন। বিদায় শিক্ষক গৌরীশঙ্কর ঘোষকে বিদ্রূপ করে কবিতাটি নাকি লেখা হয়। ঘটনাটা ৩১ আগষ্ট'১০ এর। ঐ ঘটনার জেরে পরবর্তীতে বিতর্কিত শিক্ষক অসীম সিংহের বাবা লালগোলার সমরেন্দ্রনাথ সিংহ তার পুত্রের প্রাণনাশের অভিযোগ এনে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের হেড ক্লার্ক অশোককুমার সিংহ ও চারজন শিক্ষক–গৌরীশঙ্কর ঘোষ, প্রবাল সরকার, আবু হাসান, পার্থসারথী মণ্ডলের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এফ.আই.আর. করেন এবং জঙ্গীপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মামলা করেন। সমরেন্দ্রনাথ সিংহের অভিযোগ, বিদায়ী অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের পর তার ছেলের উপর চরম শারীরিক নির্যাতন চলে। তাকে প্রাণনাশের ভয় দেখানো হয়। তিনি জানান – এব্যাপারে আমি জঙ্গীপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সুবিচারের পরিবর্তে কয়েকজন শিক্ষকের কাছে চরমভাবে অপমানিত হই। বর্তমানে ৭৬৭৯২১৮৭০৯ মোবাইল থেকে তার ছেলেকে জঙ্গীপুর থেকে চলে যেতে বলা হচ্ছে। না গেলে কুচি কুচি করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমি ও আমার ছেলে চরম আশঙ্কায় রয়েছি বলে সমরেন্দ্রনাথবাবু আদালতকে জানান।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে আশ্বিন বুধবার, ১৪১৭

"…. পাহি বিশ্বম্"

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। আজ মহাষষ্ঠী। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। মহালয়ায় বেতার অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' সকলের মনে পূজা-পূজা ভাব আনিয়া দেয়। 'জাগো দুর্গা, দশ প্রহরণধারিনি….', 'মাতালো রে ভুবন….' প্রভৃতি গানগুলি মনের পরতে পরতে দাগ কাটিয়া এক খুশির পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষ সম্বৎসরের দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া একটু আনন্দ পাইবার ব্যবস্থায় মাতিয়া যায়। অবস্থা নির্বিশেষে কয়েকটি দিন সকলে একটু ভাল খাওয়া, নববস্ত্র পরিধান করা, পারস্পরিক প্রীতিবিনিময় প্রভৃতির জন্য উন্মুখ হইয়া পড়েন। যাঁহারা লক্ষ্মীবন্ত, তাঁহারা পূজার অবকাশে পর্যটনে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছেন। প্রবাসীরা স্ব স্ব গৃহে প্রিয়পরিজনদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুতি লইতেছেন ; তদীয় সন্তানেরা পিতৃমিলনের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন।

তবু যেন এই মহাপূজা ও মহোৎসব আজ অনেকের নিকট এক ভীতির তথা আনন্দের অনিশ্চয়তায় পূর্ণ হইতেছে। পূজায় ভ্রমণ বিষয়েই ইহা পুরোপুরি যেন প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই আজ এইরূপ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীরা জঙ্গীহানায় তৎপর। পৃথিবীর সব দেশেই জঙ্গীসন্ত্রাসবাদীদের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। কোথায়, কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটিবে এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটিবে, বলা যায় না। সারা পৃথিবীব্যাপী এক অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য। অপরদিকে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের আহ্বান তাবৎ ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্র তাহাতে সম্পূর্ণ সাড়া এখন পর্যন্ত না দিলেও, ভবিষ্যতে কী হইবে, বলা যায় না। পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে হয়ত আগাইতেছে।

তবে বিশ্বপরিস্থিতি যে অস্বস্তিময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যেই বাঙ্গালীর মহাপূজা – মাতৃআরাধনা – শক্তিভিক্ষা। দেবী বলিয়াছেন – "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। / তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যামরিসংরক্ষয়ম্।।" অশুভশক্তি শুভশক্তির সংঘাতে বিনষ্ট হউক, মানুষের প্রাণ নিরাপদ হউক, পূজা সকলকে আনন্দদান করুক – আমরা সকলের জন্য এই কামনা করি।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

যামিনী পণ্ডিতের পাঠশালা প্রসঙ্গে

আমরা চার পুরুষ ধরে জঙ্গীপুরের বাসিন্দা। বর্তমানে প্রায়ই শহরের বাইরে থাকি। গত মাসে রঘুনাথগঞ্জে ফিরে ফাঁসিতলা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ রঘুনাথগঞ্জ পাঠশালার পুরনো নাম মুছে তার ওপর "পরমেশ পান্ডে স্মৃতি জনশিক্ষা কেন্দ্র" এই Leading দিয়ে একটি সাইন বোর্ড দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। কারণ ঐ পাঠশালা আমার ঠাকুর্দা যামিনীমোহন ব্রহ্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দাদু পূর্ববঙ্গ থেকে এসে ঐ ঘরে (তখন ওটি চালাঘর ছিল) ছেলেপিলে জোগার করে শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রথমে অবৈতনিক ভাবে, পরে শহরের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির (ওঁদের মধ্যে দাদাঠাকুর একজন) অর্থানুকূল্যে মাসিক বেতনের ব্যবস্থা হয়। সেই থেকে ঐ স্কুল যামিনী পন্ডিতের পাঠশালা নামে প্রচলিত। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি এখনও যাঁরা জীবিত, তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত আছেন। আমি, দেবুদি (শুক্লা ব্রহ্ম), বাবলু (পার্থসারথি ব্রহ্ম) সকলেই জীবনের প্রথম পাঠ দাদুর পাঠশালাতেই শুরু করেছি। ঐ বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের একটা Sentiment জড়িত। হঠাৎ করে পুরনো নাম মুছে অন্য নামের বোর্ড দেখে আমি স্তম্ভিত। প্রাক্তন পুরপিতা পরমেশ্র পান্ডের প্রতি আমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। ওঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলছি, অন্য সংস্থায় যেখানে ওঁর সত্যি কোন অবদান রয়েছে, সেখানে ঐ নামে নামকরণ আমি সানন্দে গ্রহণ করবো। কিন্তু পুরনো ঐতিহ্যবাহী ঐ যামিনী রঞ্জনের পাঠশালার ওপর অন্য নামের প্রলেপ,-এর আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। বিষয়টির প্রতি আমি সমগ্র জঙ্গীপুরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরিশেষে বলি যে, পুরনো দিনের কথা বর্তমান প্রজন্মের গোচরে না-ও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ভ্রমবশতঃ কোন কার্য সংঘঠিত হলে তা সংশোধনের পথ খোলা আছে। সেই পথের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

মৈত্রেয়ী লালা, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ

মহাপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ১০ অক্টোবর ২০১০ এর 'জঙ্গীপুর সংবাদ' প্রকাশ বন্ধ থাকবে। ঃ

প্রকাশক-জঙ্গিপুর সংবাদ

পুজোর সেইসব দিনগুলো

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

মহালয়ার কাকভোরে আকাশবাণীতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে স্তোত্রপাঠ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন পুজো পুজো আমেজ শুরু হয়ে যায়। পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে পরে আকাশে বাতাসে। নদীর কিনারায় কাশ ফুলে লাগে দোলা, আঙিনায় মউ মউ করে শিউলির সুবাস, ঘাসের বুকে শিশিরের শিহরণ। এসবই শরতের অনুসঙ্গ। মনে পড়ে যায় বিভুতিভুষণের বর্ণনা : 'প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে – আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহ-অভ্যর্থনা-নব ধান্য গুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালীদলের হিমালয়ের পাড় হইতে উড়িয়া আসা পথিক পাখি–শ্যামার, শিশির স্নিগ্ধ মৃণাল ফোটা হেমন্ত সন্ধ্যার।' এবারের দুর্গা পুজো শরতে নয়, হেমন্তে। হোক না তা – দেবীর বোধন এবং বিসর্জন। ফুল না ফুটলেও বসন্ত যদি তার অস্তিত্বের এবং উপস্থিতির জানান দেয়, তা হলে মেনে নিতে অসুবিধা কোথায় – পুজো হেমন্তে হলেও তা সে শারদোৎসবই।

মাঝে মাঝে পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে কার না ভালো লাগে ? তার মধ্যেই তো লুকিয়ে থাকে কিছু স্মৃতি, কিছু স্মৃতিমেদুরতা। সে স্মৃতি শিশিরের মতো স্নিগ্ধ, শিউলির মতো সুগন্ধী।

মনে পড়ে যায় দুর্গা পুজোকে ঘিরে ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা আর কথামালা। স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে ওঠে চণ্ডীমণ্ডপের কলহাসিতে ভরা ছবি। যেখানে দেখা যেতো নানান মুখের মেলা, ছোটদের কলকাকলি, বড়দের আবাদ-সুবাদ, প্রবাসীদের সমাগম।

পুজোকে ঘিরেই শরতের এই উৎসব, উৎসবের সমারোহ। শারদোৎসব। প্রকৃতির গায়ে লাগে রঙের বিচিত্র আলপনা। চারিদিকে উৎসবের মেজাজ। ছড়ানো ছিটানো শুচিতা আর শুভ্রতা। পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে গ্রাম পথে পথে, বাড়ীর আঙিনায়, মাঠের ঘাসে, ধানের শীষে কেমন যেন পুজো পুজো গন্ধ। গ্রামের পুকুরে কুমুদ-কহলার, আনকো আলোয় পদ্মকলির হাই-তোলা – এ সব কিছুই শরতের অনুসঙ্গে উপস্থিতি। একটা নষ্টাল্‌জিয়া !

এখনকার মতো গ্রামঘরে এত পুজো ছিল না। পুজো ছিল পারিবারিক। তাও আবার অবস্থাপন্ন ঘরে। ছিল মুষ্টিমেয়। তবে সে অনুষ্ঠানে ছিল সবার আমন্ত্রণ। সব গ্রামেও পুজো হত না। না হলে কি হবে ? পুজো দেখার জন্য যেতো দর্শনার্থীরা যেখানে পুজোর অনুষ্ঠান। পুজো বাড়িতে নামতো মানুষের ঢল। বারোয়ারী পুজোর তখনও চল্ হয়নি।

সেদিন আমরা যারা ছোট ছিলাম তাদের মধ্যে পুজোর অনেক আগেই সাড়া পড়ে যেত। যেদিন থেকে আসতো প্রতিমা গড়ার জন্য কারিগর পটুয়া। প্রতিমা বানানোর জন্য এসে জড়ো করা হ'তো খড়, বাঁশ, এঁটেলমাটি, বেলেমাটি, তুষ – আরো কতো কী ! ভুলে যেতাম খাওয়া দাওয়ার কথা, বাড়ি ফেরার কথা। চণ্ডীমণ্ডপ ছিল ছোটদের সর্বক্ষণের ঠিকানা। উৎসাহ আর ঔৎসুক্য বেড়ে যেতো যখন প্রতিমার গায়ে লাগানো হ'তো রঙ, পরানো হ'তো ডাকের সাজ, মুখাবয়বে, গায়ে মাখানো হ'তো ঘামতেল না কি তারপিন (?)। মাটির পুতুল পটুয়াদের নিপুণ তুলির টানে হয়ে উঠতো মৃন্ময়ী জননী। ভক্তজনের চোখে জগজ্জননী। পুজো, মন্ত্রপাঠ, শঙ্খধ্বনি, ঢোলঢাকের শব্দে চন্ডীমণ্ডপ হয়ে উঠতো গম্‌গমে। সে ছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি। পুরুত মশাই মন্ত্রপাঠ করতে করতে চোখের জলে তার গণ্ডদেশ ভাসাতেন। তখন বুঝতাম না সে মন্ত্রের অর্থ। সে মন্ত্রে ছিল চোখের জলে জগজ্জননীর নিকটে প্রার্থনা।

দেবী প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোই খিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরা চরস্য।।

অনেক পরে এর অর্থ বুঝেছিলাম।

পুজোর তিনটে দিন যে কিভাবে কেটে যেতো বোঝায় যেত না। কেমন করে যে নবমীর নিশি ভোর হয়ে যেতো, নেমে আসতো বিজয়ার প্রদোষ। বেজে উঠতো বিসর্জনের (৩য় পাতায়)

বাজলো আলোর বেণু

শীলভদ্র সান্যাল

মহালয়া :

বাজলো তবে আলোর বেণু সারা আকাশ জুড়ে।
আগু-বাচ্চা নিয়ে উমা থাকে শান্তিপুরে
মা মেনকার বড্ড জ্বালা ওই মেয়ে কে নিয়ে
ঘর-বর না কিচ্ছুই জেনে কেন দিলেন বিয়ে !
জামাই নাকি নেশা করে, খায় যে গাঁজা-দারু
দুঃখে- সুখে তবু যে মা পাকান বসে নাড়ু
এই বুধবার মেয়েকে তাঁর লিখে দিলেন চিঠি
এবার পুজোয় মোটেই দেরি করিস না, লক্ষীটি।
বাপ সে পাষাণ, এমন বরে কন্যা করেন অর্পণ
মহালয়ার ভোরে এখন করছেন তিল-তর্পণ!

মহাপঞ্চমী -

গৌরী যাবে বাপের বাড়ি, তাইতো হাঁড়ি মুখটি পঞ্চানন
পাতি সুলভ স্বভাব দোষে অসন্তোষে রেগে আগুন হন !
ফুলিয়ে জটা ভঙ্গি ভরে রঙ্গ ক'রে নৃত্য করেন শুরু
চন্ড মেজাজ খন্ড প্রলয় কী অভিনয় করেন নাটের গুরু
বলেন সতী বাঁকিয়ে ভুরু, করলে শুরু আচ্ছা মহামারী,
ঠান্ডা মাথায় ভাবো সেটা ? কোন্ মেয়েটা যায়না বাপের বাড়ি ?
হওনা যতই গৃহস্বামী, দেখব আমি রুখতে কেবা পারে
ঠিক করেছি, হলেই সকাল যাব যে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে।

মহাষষ্ঠী -

শরতের বার্তা আনে
মুঠো রোদ কনক বরণ
বাবুদের চন্ডীযানে
মা রাখেন তাঁর শ্রীচরণ।
বেড়াবার নাছোড় টানে
বাজে ওই ছুটির বাঁশি
পুকুরের মধ্যি খানে
জোড়া ফুল বিলায় হাসি
কাশবন নাড়ায় মাথা
ওড়ে নীলকণ্ঠী পাখি
এ-বছর অন্নদাতা
ভাঁড়ারে দিলেন ফাঁকি
চাষি বৌ কলসী ভরে
দু'চোখের সমুদ্দুরে
শাঁখা হাত দরজা 'পরে
ফোঁটা দেয় তেল সিঁদুরে।।

মহাসপ্তমী -

পালকি চলে পালকি চলে
আকাশ তলে খুশির ঢলে
যাচ্ছে কারা ? বাবুর পাড়া।
পালক-সাজে বাদ্যি বাজে
নদীর ঘাটে কপাল ফাটে !
ও কলা -বৌ দেখলি কারে ?
ঘোমটা দিয়ে চোখের আড়ে ?
কতা বাবু কিসের ছলে
ঘট ভরতে অথৈ জলে
কেউ বুঝিবা মুছলো সিঁথি
একলা ঘরে শূন্য দিথি !
হায় পাষাণি রাজেন্দ্রানি
দাঁড়িয়ে আছিস ডাকের সাজে
ঢ্যাম কুড়াকুড় বাদ্যি বাজে
হায় বোধনে বিসর্জনে
শূন্য মনে শূন্য মনে।।

মহাষ্টমী :

বাঁশের খুঁটি ধরে পুঁটি একলা চাতক পাখি
সেই যে বাবা গঞ্জে গেছে, ফিরবেনা আজ নাকি?
ফিরল যে বাপ বেলা শেষে, নেশা করে সর্বনেশে
পুঁটুরাণীর পুজোর জামার স্বপ্ন হল ফাঁকি !
পারের মাঝি কী জানি বা পারছে কাকে হাঁক
এই অবেলায় অভিমানী ঘুমিয়ে পড়ে পুঁটুরাণী
চোখ খোল মা ! অভাগিনীর সে কী করুণ ডাক !
দুরে তখন উঠল বেজে সন্ধি পুজোর ঢাক।।

মহনবমী :

আজকে রাতে আয় মা কাছে -
বস মা দু'টো মনের কথা কই
সকাল হ'লে সেই তো যাবি চলে !
তিনদিনে মা, মন ভরেনা
সারা বছর পথটি চেয়ে রই !
আয় কাছে মা, চোখ ভেসে যায় জলে।
এই তো মাগো কাছে আছিস,
চাঁদ-পানা মুখ ঘরটি ক'রে আলো
এই নে দু'টো নাড়ু, দুধের সর
কালকে ভোরে রইব দোরে
আঁচল চেপে মুখটি ক'রে কালো
তুই ছাড়া ফের আঁধার হবে ঘর।।

বিজয়াদশমী :

ওই বুঝি উমা নিতে ভৌরব আসে
স্পন্দন হারা প্রাণ-মন উচ্ছ্বাসে
অম্বরে গুরু গুরু উরু বাজে
চন্ডীরে ছেড়ে দিতে মন মানে না যে !
শোক চেপে মা আমার চোখ রাখি পেতে
ঘরের দুলালি যায় পরের ঘরেতে
বহু মা'র ঘট আর সহকার শাখা
ভিজে চোখ মুখগুলি কী যে যায় মায়া-মাখা
উলুঝুলু কুল-বধূ হুলুধ্বনি করে
চাল-ধোওয়া হাতে ফের আলপনা পড়ে
নীপ-শাখে রেণু ঝরে, দীপখানি জ্বলে
হরজায়া মা-বিজয়া ঘর ছেড়ে চলে
ডাক ছেড়ে ভাসানের ঢাক বাজে হায়
পতি এসে সোহাগের সতী নিয়ে যায়।।

পুজোর সেইসব দিনগুলো

(২য় পাতার পর)

বাজনা। পুজো এলে এখনও বুকের মধ্যে বাজে সেই অনুরণন : ঠাকুর থাকে কতক্ষণ / ঠাকুর যাবে বিসর্জন। পুজো শেষে বসতো নাটকের আসর, চলতো মহড়া, রিহার্সাল। দু'তিন রাত্রির জন্য নির্বাচন করা হতো ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটক। ছেলেরা করতো মেয়ের ভূমিকায় অভিনয়। বিজলি আলো ছিল না তখন। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করে উঠতো রঙ্গমঞ্চ, নাটকের কুশীলবদের মুখচ্ছবি। এসব আজ হারানো অতীত। গ্রামে, কি আজ পুজো হয় না ? হয় বৈ কি। হয়তো আয়োজন আছে, আপ্যায়ন নাই। অনুষ্ঠান আছে, আন্তরিকতা নাই। প্যান্ডেলের জৌলুষ আছে, চন্ডীমন্ডপে দীপ্তি নাই। এখন গ্রামে গঞ্জে যেখানেই পুজো হোক না কেন – সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় – 'এ একটা ফেস্টিভ্যাল।'

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবারও প্রকাশিত হ'লো।
দাম : ২৫.০০ টাকা
বাৎসরিক গ্রাহকদের জন্য ২০.০০ টাকা।

জঙ্গিপুরে কংগ্রেস এখন কয়েকজনের – (১ম পাতার পর)

এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস ক্ষোভের সঙ্গে জানান – 'রঘুনাথগঞ্জ-২ এর বর্তমান সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামান প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমানের ছেলে ছাড়া ঐ এলাকায় তার কি রাজনৈতিক পরিচিত আছে ? গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত জেতাতে পারেননি আখরু। এলাকার মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করেন না, যোগাযোগ রাখেন না। এক সময় অধীর চৌধুরীর বিরোধীতা করে হিরো সাজতে গিয়েছিলেন। অথচ জেলা সভাপতি আমাকে বাদ দিয়ে হুট করে মহম্মদ আখরুজ্জামানকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। প্রণববাবু তাকে ইউকো ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর করে দিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিপর্যয়ের কারণ এই সব হঠকারিতা।'

মাদ্রাসা ছাত্রীদের উৎসাহভাতা

আপনার মেয়ে আয়েষা কি মাদ্রাসায় পড়ে ?

তাহলে প্রতিমাসে আয়েষাকে

১০০ টাকা করে **উৎসাহভাতা** দেয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সেই সঙ্গে

বছরে ২৫০ টাকা দেয় বই কিনতে

পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন এখন গোটা দেশের গর্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার সরকার আপনার পাশে

স্মারক নং ১০৭২ (৩০) তথ্য/ মুর্শি : তাং ৫/১০/১০

ডি.আর.এম.-এর কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম রেল ষ্টেশন পরিদর্শনে আসেন মালদা ডিভিশনের ডি.আর.এম. সহ কয়েকজন পদস্থ অফিসার গত ৯ অক্টোবর। সেখানে সিপিএমের মনিগ্রাম লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ডি.আর.এম. এর কাছে কয়েক দফা দাবীতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবী ছিল – ১) ইন্টারসিটি ও ফরাক্কা - নবদ্বীপ এক্সপ্রেস মনিগ্রামে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ২) ওভার ব্রীজসহ ষ্টেশন চত্বরের যাবতীয় কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। যাত্রী পরিষেবার দিকে কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ডি.আর.এম. সত্বর দাবীগুলি পুরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ৮ অক্টোবর স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে হয়ে গেল। অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করতে, সঙ্গীত, নৃত্য শারীরিক, গীতিনাট্য চণ্ডালিকা প্রদর্শিত হয়।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

★ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
★ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
★ **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া

শত্রুঘ্ন সরকার সম্পাদক

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য সভাপতি

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়

SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM

AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –

গোবিন্দ গাস্তিরা

মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।